গাংনীতে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে কালো টেপে মোড়ানো বোমা সদৃশ দুটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকাল সাড়ে ৭ টায় উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম মণ্ডলের ছেলে মো. নিজাম উদ্দিন ও ইকরাম হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হকের বাড়ির গেটের সামনে থেকে বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।

ইমদাদুল হকের ছেলে হোসেন বলেন, সকালে বাড়ির লোকজন বোমা সদৃশ বস্তু দেখতে পেয়ে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেন।

সংবাদ পেয়ে ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই মো: আব্দুল করিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বোমা সদৃশ দুটি বস্তু উদ্ধার করেন। রাতের আধারে কে বা করা কি কারনে বোমা সদৃশ বস্তু রেখেছে তা তারা জানেন না।

এসআই মো. আব্দুল করিম বলেন, বোমা সদৃশ বস্তু দুটি পানি ভার্তি বালতিতে রাখা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। বোমা সদৃশ বস্তু রাখার ঘটনায় আতংকিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মহন আলী বলেন, উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের বিলপাড়ার মো: ইব্রাহিম হোসেনের ছেলে নিজাম উদ্দিন ও একরামুল হকের ছেলে এমদাদুল হকের বাড়ির মূল ফটকের সামনে কালো টিপে মোড়ানো দুটি বোমার সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।পরে পুলিশ এগুলো নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে।বিষয়টি অতি গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে।ঘটনার সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীতে সাইকেল চুরির সাক্ষী দেওয়ার জেরে চাচার কোপে ভাতিজা নিহত, আটক ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে সাইকেল চুরির ঘটনার সাক্ষী দেওয়াকে কেন্দ্র করে চাচার হাসুয়ার কোপে ভাতিজা নাহিদ হোসেন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত চাচা লালন হোসেনকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাদ্দিদ মুর্শেদ চৌধুরী।

পুলিশ জানায়, গুরুতর আহত অবস্থায় নাহিদ হোসেনকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত নাহিদ হোসেন উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ভিটাপাড়া গ্রামের জাহিদ হোসেনের ছেলে। আটক লালন হোসেন একই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ২৬ জুলাই রাতে ফুরকানের ছেলে তাজুল ইসলামের বাড়ি থেকে একটি সাইকেল চুরির চেষ্টা করেন লালন হোসেন।

এ সময় নাহিদ তাকে দেখে ফেললে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। পরদিন ২৭ জুলাই এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও চাচা-ভাতিজার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে লালন হাতে থাকা হাসুয়া দিয়ে নাহিদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন।

প্রতিবেশীরা আহত নাহিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে, ঘটনার পর নিহত নাহিদের স্বজনরা লালন হোসেনের ওপর হামলা চালালে তিনিও আহত হন। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাদ্দিদ মুর্শেদ চৌধুরী জানান, এ ঘটনায় অভিযুক্ত লালন হোসেনকে মঙ্গলবার দুপুরে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে। ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

‎গাংনীতে সাইকেল চুরির অভিযোগে চাচার হাসুয়ার কোপে ভাতিজার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে চাচার হাসুয়ার কোপে নাহিদ হোসেন (২০) নামের এক ভাতিজার মৃত্যু হয়েছে। নিহত নাহিদ তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের ভিটাপাড়ার জাহিদ হোসেনের ছেলে। হামলাকারি একই পাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে লালন হোসেন।

একটি বাইসাইকেল চুরির অভিযোগে চাচা লালনের হাসুয়ার কোপে ভাতিজা নাহিদের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয়রা জানান,গত ২৬ জুলাই লালন হোসেনের একটি বাইসাইকেল চুরি হয়ে যায় । সাইকেলটি তার ভাইয়ের ছেলে নাহিদ চুরি করেছে এমন অভিযোগ করেন চাচা লালন। এ নিয়ে দু’জনের মধ্যে প্রথমে বাকবিতন্ডা হয়। পরের দিন ২৭ জুলাই বিষয়টি নিয়ে আবারো চাচা-ভাতিজার মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে হাতে থাকা হাসুয়া দিয়ে চাচা লালন নাহিদকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে হাসুয়ার কোপে রক্তাক্ত জখম করে।

প্রতিবেশীরা আহত নাহিদকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

‎‎এসময় নাহিদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দেওয়ায় সেখান থেকে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি দেখা দেওয়ায় উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার লক্ষ্যে

সেখান থেকে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অবশেষে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একদিন পর তার মৃত্যু হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের বাবা বিষয়টি নিয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে জানান ।‎

‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাদ্দিদ মুর্শেদ চৌধুরী জানান,ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে এনসিপির সমাবেশস্থলের কাছ থেকে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের সমাবেশস্থলের কাছ থেকে বোমাসদৃশ একটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় কিছু সময়ের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সোমবার (২৭ জুলাই) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হানিফ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে একটি পরিত্যক্ত সবজিভর্তি ব্যাগ থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার বিকেলে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের অংশগ্রহণে পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। সমাবেশস্থলের কাছেই একটি ব্যাগ দীর্ঘক্ষণ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে তারা খবর দিলে গাংনী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যাগটি তল্লাশি করে। ব্যাগের ভেতরে বোমাসদৃশ বস্তু দেখতে পেয়ে পুলিশ সেটি নিরাপত্তার সাথে থানায় নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাসদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করেছে। বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে বিস্ফোরক কি না,তা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। কে বা কারা ব্যাগটি রেখে গেছে, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে।

তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় পুলিশি টহল ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা যায়নি।

গাংনীতে এনসিপি নেতাদের ছবি সংবলিত কুশপুত্তলিকা উদ্ধার, পদযাত্রার আগে উত্তেজনা

মেহেরপুরের গাংনীতে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের ছবি ও বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত তিনটি কুশপুত্তলিকা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এনসিপির ঘোষিত ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচি শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে সোমবার ভোরে এগুলো উদ্ধার হওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার ভোরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, র্যাব ক্যাম্প এবং পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনের সড়কের পাশে ইন্টারনেটের তারে ঝুলন্ত অবস্থায় কুশপুত্তলিকাগুলো দেখতে পান স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেগুলো উদ্ধার করে।স্থানীয়দের ভাষ্য, খড় দিয়ে তৈরি কুশপুত্তলিকাগুলো সাদা কাপড়ে মোড়ানো ছিল এবং গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

প্রতিটির বুকে লাগানো পোস্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় তিন নেতার ছবি ছিল।পোস্টারে লেখা ছিল, “তরুণ সমাজকে ললিপপ ধরিয়ে দেশ নিল

রসাতলে” এবং “এদের প্রতিহত করুন, এদের ঘৃণা করুন।”

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে কারা, কী উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে এসব কুশপুত্তলিকা ঝুলিয়ে রেখে গেছে, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “আতঙ্ক সৃষ্টি ও জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা এ কাজ করে থাকতে পারে। জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের জন্য পুলিশ কাজ শুরু করেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”উল্লেখ্য, এনসিপির ঘোষিত ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সোমবার বিকালে গাংনীতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাদের অংশগ্রহণে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে এ ধরনের কুশপুত্তলিকা উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ও নানা জল্পনা- কল্পনার জন্ম দিয়েছে।

কাল গাংনীতে আসছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মাসব্যাপী ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কাল সোমবার (২৭ জুলাই) মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেবেন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব ও সংসদ সদস্য আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) ও সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ, জাতীয় নারী শক্তির সদস্য সচিব ও সংসদ সদস্য ড. মাহমুদা মিতু, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদের।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম

মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় নেতারা চুয়াডাঙ্গা থেকে গাংনীতে পৌঁছাবেন। এরপর গাংনী বাজার থেকে হাসপাতাল মোড় হয়ে পুনরায় গাংনী বাজার পর্যন্ত পদযাত্রা করবেন। পদযাত্রা শেষে গাংনী বাজারে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টির গাংনী উপজেলা কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হবে। পরে কেন্দ্রীয় নেতারা মেহেরপুর সদর উপজেলায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ সফরে অংশ নিতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

গাংনীতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম, মেহেরপুর জেলা-এর যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মশালা–২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত গাংনী শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এ কর্মশালায় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সেক্রেটিারি জেনারেল ও মেহেরপুর আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহীর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক

সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশিদ আখতার, কেন্দ্রীয় পাঠাগার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল ওহাব।

দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সংগঠনের আদর্শ, সাংগঠনিক দায়িত্ব, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ইখলাস ও তাক্বওয়াভিত্তিক জীবন গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন অতিথিবৃন্দ।

গাংনীর বামন্দীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হোটেল ব্যবসায়ীর জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক হোটেল ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে,বামন্দী বাজারে অবস্থিত লালন হাটেল এন্ড রেস্তোরায় রান্নার কাজে পুরাতন তেল ব্যবহার এবং খাবার ঢেকে না রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব অনিয়মের দায়ে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৪-এর সংশ্লিষ্ট ৭ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিককে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এ ধরনের অপরাধ নিরাপদ খাদ্য আইনের আওতায় দণ্ডনীয়।

চার দিন ধরে ভাঙা গাংনীর ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়া সড়ক

টানা বৃষ্টিতে চার থেকে পাঁচ দিন আগে ভেঙে যায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর থেকে বেতবাড়ীয়া সড়কটি। সীমাহীন দুর্ভোগ নিয়ে যাতায়াত করছে সাধারণ মানুষ। চলাচল করতে পারছে না ভারী যানবাহন।

তবে এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ মেরামতের কাজ শুরু করেনি। এতে স্থানীয় জনগণ, পথচারী ও যানবাহন চালকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, চরম কষ্ট ও দুর্ভোগ নিয়ে মানুষ চলাচল করছে। তবে ভারী যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, টানা বৃষ্টিতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়া রাস্তাটি চার-পাঁচ দিন আগে ভেঙে চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। চরম দুর্ভোগ আর কষ্ট নিয়ে কোনো রকমে মানুষ চলাচল করছে। ভারী যানবাহন তো দূরের কথা, মোটরসাইকেল ও অটো নিয়েও চলাচল করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ বলেন, “টানা বৃষ্টিতে রাস্তা একেবারে ভেঙে গেছে। মানুষ যানবাহন নিয়ে চলাচল করতে পারছে না। রাস্তাটি চার-পাঁচ দিন আগে ভাঙলেও এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে মেরামতের কোনো উদ্যোগ নিতে দেখলাম না, অথচ এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত কাজ শুরু না হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।”

তিনি আরও বলেন, “আরেকটু ভারী বৃষ্টি হলে রাস্তাটি ভেঙে দুভাগ হয়ে যাবে। মানুষ চরম আতঙ্ক নিয়েই চলাচল করছে। রাতে যাতায়াতের সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি, অনতিবিলম্বে যেন কাজটি শুরু করা হয়।”

অটোচালক আলামিন হোসেন বলেন, “চার থেকে পাঁচ দিন আগে রাস্তাটি ভেঙে গেলেও এখনো কোনো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মানুষ যে কত কষ্ট করে যাতায়াত করছে, তা বলে বোঝানো সম্ভব না। জনপ্রতিনিধিরা কেন এখনো উদ্যোগ নিয়ে কাজটি করলেন না, তা বুঝে আসে না। রাত হলে এই রাস্তাটি বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা দরকার।”

পথচারী ফজলুর রহমান বলেন, “রাস্তাটি ভেঙে গেলেও কর্তৃপক্ষের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, অতি দ্রুত বিষয়টি সমাধান করুন।”

কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. মতিয়ার মোল্লা বলেন, “গত বছরও এখানে রাস্তাটি ভেঙে গিয়েছিল, এবারও একই জায়গায় ভেঙেছে। রাস্তায় প্যালাসাইডিং না করলে এটি বারবার ভাঙবে। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, প্যালাসাইডিং দিয়ে অতি দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করুন।”

কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হোসাইন বলেন, “আমরা রাস্তাটি মেরামতের জন্য কয়েকবার উদ্যোগ নিলেও বৃষ্টির কারণে কাজ করতে পারিনি। আশা করছি আগামীকাল কাজ শুরু করব। তাছাড়া জনদুর্ভোগ কমাতে অতি দ্রুত কাজটি করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের নির্দেশনা রয়েছে।”

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, “ভবানীপুর-বেতবাড়ীয়ার ভাঙা রাস্তাটি আমরা সরেজমিন পরিদর্শন করেছি। জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কথা বলেছি, অতি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মো. নাজমুল হুদা বলেন, “সংবাদমাধ্যম ও স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, রাস্তাটি নিয়ে মানুষ চরম দুর্ভোগে রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছে। আশা করছি, অতি দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু হবে।”

গাংনীতে র্যাবের অভিযানে জুয়ার এজেন্ট আটক, ল্যাপটপ-স্মার্টফোন জব্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মো. আরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২।

বুধবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার, পিপিএম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র্যাব জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ওয়ান এক্স বেট, ওয়ান এক্স পার্টনারস, মেইলবেট এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক প্রচারণা ও রেফারেল লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অনলাইন জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

র্যাব আরও জানায়, অভিযান চলাকালে তার শয়নকক্ষ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অনলাইন জুয়া পরিচালনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে র্যাব দাবি করেছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬, ১৭, ১৯(১) ও ২৫ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অনলাইন জুয়াসহ সব ধরনের অপরাধ দমনে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে তা আরও জোরদার করা হবে র্যাব বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।